ভুল ইঞ্জেকশনের অভিযোগ পরিবারের

একসঙ্গে অসুস্থ ৯ শিশু, আতঙ্ক তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তেহট্ট: একই সঙ্গে ৯ টি শিশুর জ্বর, সঙ্গে শরীরে মারাত্মক খিঁচুনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে। খবর চাউর হতেই রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতাল চত্বরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, চিকিৎসাধীন শিশুদের একাধিক ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য এই ঘটনা। যদিও, রোগীর পরিবারগুলির সদস্যদের অভিযোগ, ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য এমনটি হয়েছে।

তেহট্ট মহকুমা হাসপাতাল ও রোগীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হাসপাতালে শিশু বিভাগের চিকিৎসারত শিশুদের মধ্যে হঠাৎই জ্বর ও খিঁচুনির মতো উপসর্গ দেখা যায়। একইসময়ে একইসঙ্গে ৯ জন শিশুর এক সমস্যা দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবারগুলি। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে নটি শিশুকেই পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসা হয়। দুটি শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জরুরিভিত্তিতে তাদের তড়িঘড়ি কৃষ্ণনগর-শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাদের অবস্থা গুরুতর। বাকিরা এখনও তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে ছিলেন নীলরতন বৈরাগ্য। তাঁর ন'বছরের নাতনি ভর্তি। তিনিও বাইরে থেকে একটি সংস্থার অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আনেন। তাঁর অভিযোগ, "সেই অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর নাতনির মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোতে থাকে। নাতনির পাশাপাশি অনেকের ওই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়।"

আরেক রোগীর পরিবারের সদস্য প্রীতবাস সরকার বলেন, "আমার সাড়ে সাত বছরের ছেলে চারদিন ধরে ভর্তি। আজ সকালে বাইরে থেকে আনা ওই ওষুধ ও অন্যান্য ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুপুরে ওই একই ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাই।" হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ন'জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাদের দেখে বাকিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সবাইকেই রেফার করা হয়েছিল। তবে পরিজনেরা দুজনকে শক্তিনগরে নিয়ে যায়। বাকিদের চিকিৎসা চলছে। এবং সবাই সুস্থ আছে। হাসপাতালের সুপার জানিয়েছেন, কী কারণে একইসঙ্গে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে সিজার করার পরপরই একসঙ্গে পাঁচজন প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একজনের মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে, প্রসূতিদের যে স্যালাইন ও ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, তাতে সমস্যা ছিল।

সোমবার বেলঘরিয়া ডিপো থেকে বেরিয়ে চিৎপুর থানা এলাকায় বিটি রোডে উঠতেই আচমকা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে সরকারি এসি বাসটি। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়। -প্রতিদিন চিত্র

বাস-দুর্ঘটনায় জখম ২২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারল একটি বেসরকারি বাস। সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত সুবর্ণপুর মিলনপল্লি এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বাসের ২২ যাত্রী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অধিকাংশ যাত্রীকে কল্যাণী জেএনএমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। এদিন কাঁচরাপাড়া-নিমতলা রুটের একটি বেসরকারি যাত্রীবোঝাই বাস হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিলনপল্লি এলাকার একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে প্রথমে ধাক্কা মারে, তার পর সোজা গিয়ে একটি মন্দিরে ধাক্কা মারে। ওই সময় ওই বাসের ভিতরেই ছিলেন প্রায় ৪০ জন যাত্রী। দুর্ঘটনার জেরে জখম হন প্রায় সকলেই। হরিণঘাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। গুরুতর জখম ২২ জন। বাসের চালক ও খালাসিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসটিকে আটক করা হয়েছে।

গরহাজির পার্শ্বশিক্ষকরা, পাঁচলার স্কুলে গার্ড মিড-ডে মিল কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া: এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। একেই চারজন শিক্ষকের নাম রয়েছে চাকরি বাতিলের তালিকায়। ফলে তাঁরা আসছেন না। তাই দায়িত্ব নিয়ে অন্যান্য সহ-শিক্ষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছিলেন পার্শ্বশিক্ষকরা। বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বয়কট আন্দোলনে শামিল হয়ে সোমবার এলেন না তাঁরাও। ফলে স্কুলের ইউনিট টেস্টের পরীক্ষার গার্ড দেওয়াতে হল স্কুলের মিড-ডে-মিলের কর্মীদের দিয়ে। ঘটনাটি পাঁচলা আজিম মোয়াজ্জেম হাই স্কুলের। আগামী তিনদিন স্কুলের ইউনিট টেস্টের পরীক্ষার গার্ড হয়তো এভাবেই চালাতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই স্কুলে ৪ জন শিক্ষকের নাম রয়েছে চাকরি বাতিলের তালিকায়। ফলে তাঁরা আসছেন না। স্কুলে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পড়ুয়া। ৬ জন প্যারা টিচার ছিলেন। স্কুল বয়কটের ঘোষণা করায় সেই ৬ জনও আসেননি সোমবার। যার জেরে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়তে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ এস এম শামসুদ্দিন বলেন, "বাধ্য হয়ে আমরা স্কুলের ইউনিট টেস্ট পরীক্ষায় গার্ড দেওয়ার জন্য মিড-ডে মিলের দুই কর্মীকে ডাকি। ওদের জনা ১৪ কর্মী রয়েছে। তার মধ্যে দু জন এসে আমাদের স্কুলের ইউনিট টেস্টের পরীক্ষার গার্ড দিয়েছে। আগামী দুদিনে হয়তো আমাদের এভাবেই পরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।" ভাটোরা ইউনিয়ন হাই স্কুলের চারজন প্যারা টিচার রয়েছেন। সোমবার তিনজন এসেছেন একজন আসেননি। প্রধান শিক্ষক শেখ নইমুদ্দিন বলেন, "বাকি তিনজন প্যারা টিচারও ছুটি নিয়ে গেছেন। আগামী দু'দিন তাঁরা আসবেন না। চিন্তা হচ্ছে কীভাবে পরীক্ষা সামলাব।" এই স্কুলে দুজন শিক্ষকের নাম রয়েছে চাকরি বাতিলের তালিকায়। তাঁরা দুজন আসছেন না। তার উপর চারজন প্যারা টিচারও মঙ্গলবার থেকে আসবেন না। শ্যামপুর হাই স্কুলে দুজন প্যারা টিচার রয়েছেন। যদিও তাঁরা এদিন এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক গৌতম দাস। বাগনানের একটি বড় স্কুল বাগনান হাই স্কুল। ওই স্কুলে চারজন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। যদিও সোমবার তারা কেউই আসেননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভাস্করচন্দ্র আদক বলেন, "চারজন শিক্ষকের জন্য পরীক্ষার ডিউটি ছিল। তাঁরা না আসায় আমাদের অন্য শিক্ষকদের দিয়ে সেটা চালাতে হয়েছে। তাঁরা আগামী দু'দিন আসবেন কি না তাও জানি না। কোনও ইনফরমেশনও দেননি।"

হালিশহর পোড়ো বারোয়ারি সংস্থা ও শুভেন্দু চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে সোমবার গণ-উপনয়ন ও রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী। ছিলেন হালিশহর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিমানীশ ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

স্কুলে আসুন যোগ্য শিক্ষকরা, দলমত নির্বিশেষে চান সকলেই

স্টাফ রিপোর্টার, হাওড়া, বারাকপুর: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেলে নাম থাকা যে সমস্ত যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি চলে গিয়েছে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট সেই সমস্ত শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্কুলে আসুন তা দলমত নির্বিশেষে সকলেই চাইছেন। শাসকদল তৃণমূল তো বটেই বিরোধী সিপিএম পরিচালিত শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরাও চাইছেন যোগ্য শিক্ষকরা স্কুলে এসে পড়ান।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের জেরে স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে কোনওভাবেই যাতে অচলাবস্থা তৈরি না হয়, চাকরি চলে গিয়ে তাঁদের যেন স্কুলে আসা বন্ধ না হয়ে যায়, সেটাই চাইছেন তাঁরা। যেমন হাওড়া জেলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা তেমনটাই চাইছেন।

সিপিএম পরিচালিত শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ-র হাওড়া সদরের সম্পাদক তথা শিক্ষক প্রবোধকুমার আড়ি বললেন, "আমরা কেউই চাই না যে সমস্ত শিক্ষক স্কুলে শিক্ষকতা করছেন তাঁদের স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যোগ্য শিক্ষকরা যাতে চাকরি করতে পারেন রাজ্য সরকার সেই আইনি বিষয়টি দেখুক, ব্যবস্থা নিক।" জেলায় শাসকদল তৃণমূল পরিচালিত শিক্ষক সংগঠনেরও একই দাবি। সংগঠনের সদস্যরা চান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে গিয়ে পড়ান। রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে থাকবে। তৃণমূল পরিচালিত শিক্ষক সংগঠনের হাওড়া সদরের দায়িত্বে থাকা বনশ্রী তলাপাত্র বললেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি যাওয়া যোগ্য শিক্ষকদের আমরাও আমাদের সংগঠনের তরফে বলেছি আপনারা আপাতত স্কুলে গিয়ে পড়ান। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। সেইমতোই ২০১৬-র এসএসসির প্যানেলে নাম থাকা শিক্ষকরা এখন নিয়মিত স্কুলে গিয়ে পড়াচ্ছেন।" শুধু শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা নন, কোনও রাজনৈতিক শিক্ষক সংগঠনে না থাকা সাধারণ শিক্ষকরাও চান তাঁদের স্কুলে যাওয়া যেন বন্ধ না হয়ে যায়। দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শকেই মান্যতা দিচ্ছেন। একই কথা বলছেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। হালিশহরের হাজিনগর হিন্দি আদর্শ বিদ্যালয়ের ৪৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ১৮ জনের চাকরি গিয়েছে। পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের কাজে যোগ দেওয়ার আবেদনে আশার আলো দেখছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের টিচার ইন-চার্জ দেবেন্দ্রনাথ দুবে বলেন, "এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আমাদের স্কুলের চাকরি যাওয়া ১৮ জনই গিয়েছিলেন। আমি চাই মঙ্গলবার থেকে সকলেই স্কুলে আসুক। না হলে স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে যাবে। আর আমার কাছে তো লিখিত কোনও অর্ডার নেই। স্বাভাবিক আমি তাদের স্কুলে না আসতে বলতে পারি না।"

অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের কম্পিউটার ও রসায়ন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। তাঁরা দুজনই মঙ্গলবার থেকে স্কুলে আসুক, এমনটাই চান প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষ। তিনি বলেন, "দুজনের যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া বোর্ডের তরফে আমাদের কাছে আদালতের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের না আসার কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তাই চাইব দুজন এসে পড়ুয়াদের ক্লাস করাক। আমি নিজেও তাঁদের আবেদন জানাব।"

মাঝরাতে গ্রামে ঢুকে গুলি, বোমা, উত্তপ্ত অশোকনগর

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত: মদ্যপ অবস্থায় গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি। তার জেরে রবিবার মধ্যরাতে গুলি-বোমাবাজিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অশোকনগর থানার দিঘড়া-মালিকবেড়িয়া পঞ্চায়েতের দিঘড়া উত্তরপাড়া এলাকা। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন স্থানীয় যুবক সাগর মণ্ডল। তাঁকে প্রথমে বারাসত মেডিক্যাল হাসপাতাল, পরে আর জি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি দুই অভিযুক্ত পুলিশি প্রহরায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোকনগরের তালসা এলাকা বাসিন্দা আনোয়ার মণ্ডল রবিবার মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় দিঘড়া উত্তরপাড়া গ্রামে এসে মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, কটূক্তি করছিল। প্রতিবাদ করায় গ্রামের এক মহিলাকে আক্রান্ত হতে হয়। সেই খবর চাউর হতেই গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে মদ্যপ আনোয়ারকে মারধর করে বলে অভিযোগ। উত্তেজনার এই খবর পেয়ে অশোকনগর থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতির সামাল দেয়। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় পুলিশ চলে গেলে কিছুক্ষণ পরেই ফের দলবল নিয়ে এলাকায় আসে আনোয়ার। অভিযোগ, প্রথমেই তাঁরা মোশারফ হোসেনের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করে। ওই সময় স্থানীয় একটি ধর্মীয় স্থানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের কয়েক জন যুবককে লক্ষ্য করে তারা গুলিও চালায় বলে অভিযোগ। তাদেরই ছোড়া গুলিতে জখম হন সাগর। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তখনই এলাকার তৃণমূলের এক বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। বারাসত জেলা পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, "দুপক্ষের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দুই ধৃত চিকিৎসাধীন। একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে পুলিশ।"

পারমিটহীন অবৈধ গাড়ি বাতিলের দাবি

দক্ষিণে ১৩ রুটে সর্বাত্মক বাস ধর্মঘট, ভোগান্তি যাত্রীদের

স্টাফ রিপোর্টার, ডায়মন্ডহারবার: রুট-পারমিটবিহীন অবৈধ গাড়ির রমরমায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বৈধ বাস মালিকদের। প্রতিবাদে সোমবার সুন্দরবন পুলিশ জেলার ১৩টি রুটে বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বাস মালিক সংগঠনগুলি। একদিনের সেই বাস ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়ল এলাকায়।

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনই রাস্তায় বেরিয়ে ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হল যাত্রীদের। এদিন সকাল থেকেই ১৩টি রুটে বাস বন্ধ ছিল। বাসের আশায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অবশেষে মোটা টাকা গচ্চা দিয়ে গন্তব্যে যেতে হয় যাত্রীদের। সুন্দরবন জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট কমিটির সভাপতি রইচ মোল্লা জানান, বিভিন্ন রুটে অবাধে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ গাড়ি চলাচল করছে। এ সমস্যা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। প্রতিদিনই বাড়ছে অবৈধ গাড়ির সংখ্যা। বিভিন্ন রুটে অবৈধভাবে চলাচল করছে প্রচুর সংখ্যায় অটো, টোটো, ট্রেকার, জিও গাড়ি ও ম্যাজিক গাড়ি।

ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বৈধ বাসের মালিকদের। যাত্রীসংখ্যা কম হওয়ায় রোড ট্যাক্স, বিমা এবং ফাইনান্সের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না তাঁরা। সংসার খরচ চালাতেও অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। সুন্দরবন জেলা পুলিশ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা না মেলায় এদিন সুন্দরবন পুলিশ জেলা জুড়ে বাস ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ধর্মঘটি বাস মালিকদের সঙ্গে এদিন বৈঠক করে সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় মঙ্গলবার থেকে ওই ১৩টি রুটেই পুনরায় বাস চলাচল করবে।

সংগঠনের সভাপতি জানিয়েছেন, প্রশাসনকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একমাস সময় দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হলে লাগাতার বাস ধর্মঘটের পথে হাঁটবে জয়েন্ট কমিটি। এদিকে এই বাস ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সুন্দরবন পুলিশ জেলা জুড়ে। সুন্দরবন পুলিশ জেলা থেকে যাতায়াতকারী এম-১০, ফলতা সেক্টর, ২৪৬, এসডি-১৯, নামখানা, কাকদ্বীপ, বকখালি, এসডি-৫০সহ ১৩টি রুটে প্রতিদিন চলাচলকারী সমস্ত বাস এদিন বন্ধ ছিল।

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন ধর্মঘটে কোনও বাসই রাস্তায় না নামায় দিনভর নাকাল হতে হয়েছে যাত্রীদের। বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারিতে যাতায়াত করা অসংখ্য যাত্রীকে দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। অনেক বেশি ভাড়া গুনে ব্রেক-জার্নি করে গন্তব্যে পৌঁছতে হয় তাঁদের। অনেকেই আবার নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ও আদালতে পৌঁছতে না পারার মাশুল গুনেছেন।

ডিপোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে সার সার বাস। সোমবার।

নাবালিকা গণধর্ষণে তিন দোষীর যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত: নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে তিনজন দোষীর সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বারাসত পকসো আদালত। সাজাপ্রাপকদের নাম রাকিবউদ্দিন মণ্ডল, জামিরুল আলি, শাহজাহান আলি। গত শনিবারই তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। সোমবার তাদের সাজা ঘোষণা হয়। সরকারি আইনজীবী সরকারি আইনজীবী শৌভিক বসু ঠাকুর জানিয়েছেন, "গণধর্ষণের ধারায় তিনজনকেই বিচারক সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা হয়েছে। অনাদায় অতিরিক্ত এক বছর কারাদণ্ড হবে।" আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২২ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে। ইকো পার্ক সংলগ্ন সিলিকন ভ্যালির একটি সিমেন্টের কারখানায় দুজন নাবালক-নাবালিকা খেলা করছিল। তখন প্রথমে দুজন এসে পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাদের ভিতরের দিকে নিয়ে যায়। নাবালককে মারধর করে। তারপর আরেকজনকে ডেকে তিনজন মিলে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।

কলকাতার পরিস্রুত জল পাবে সোনারপুর

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতার পরিশোধিত জল পাবে সোনারপুর। গড়িয়া থেকেই জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি। সাদা পোশাক বিবর্ণ হয়ে যায়। আয়রনের পরিমাণ এতটাই বেশি যে দুদিন সোনারপুরের জল খেলেই গ্যাস, অম্বল শরীরে থাবা বসায়। তাই প্রায় প্রতি ঘরে জলের পিউরিফায়ার অথবা পাড়ায়, পাড়ায় ডিপ টিউবয়েল। কয়েক বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমীক্ষা করে জানিয়ে দেয় গড়িয়া থেকে যত দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই আয়রনের মাত্রা বেশি। জলের মিষ্টি ভাব (পিএইচ ভ্যালু) কম। ক্ষার বেশি।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে কর্তাদের বক্তব্য বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় আধিকারিক এবং কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন মন্ত্রী-মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আরও একটি পানীয় জল উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র তৈরির জন্য টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগকে সমীক্ষা করতে বলেন। ইতিমধ্যেই অর্থসংস্থানও করেছে পুরসভা। শেষ পর্যন্ত কামালগাজির কাছে জায়গা দেখা হয়। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাটুলি থেকে গঙ্গার জল এনে কামাল গাজিতে কলকাতা পুরসভার জমিতে গড়ে উঠছে ২০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র। কলকাতা পুরসভার জলের চাহিদা মিটিয়ে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার তিনটি ওয়ার্ডকে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। জল সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এমনভাবে কাজ করুন যাতে আগামী বছরের গ্রীষ্মের আগে পুরসভার কসবা, যাদবপুর, থেকে গড়িয়া, নিউ গড়িয়ার গলি থেকে রাজপথে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা যায়।" মূলত পুরসভার ১০৫, ১০৬, ১১১, ১১৩, ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এর বাইরে সোনারপুর-রাজপুর পুরসভার তিনটি ওয়ার্ডকে কলকাতার জল সরবরাহ করা হবে।

এদিকে গরমে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু তুলনায় অনেক ওয়ার্ডে কলে জলের চাপ কম। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা কমাতে ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করছে পুরসভা। ইতিমধ্যে ৪৮টি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করেছে। আরও ১০টি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি হবে। জল সরবরাহ বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, মূলত যেসব ওয়ার্ডে গরমে জলের চাহিদা বাড়লেও চাপ কম, সেখানেই এই পাম্পিং স্টেশনগুলি তৈরি হবে।

e-Tender Notice

The Block Development Officer, Suti-II Dev. Block, Murshidabad invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors & outsiders for NIeT No. 01/BDO/MA&ME/SUTI2MSD/25-26, Memo No. 1195/En/Suti2BDO, Dated:- 07/04/2025. Last date of bid submission: **14/04/2025 upto 06.00PM**. For details visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer,
Suti-II Dev. Block, Murshidabad

Office of the Executive Officer
Rajnagar Panchayat Samiti
Rajnagar, Birbhum

The Executive Officer, Rajnagar Panchayat Samity ,Rajnagar, Birbhum invite e-Tender NIT no **01/2025-26** dated **03/04/2025** from bidders. For details pls. visit website **wbtenders.gov.in**.
Last date : **17/04/2025** upto 6.30p.m

Sd/-
Executive Officer
Rajnagar Panchayat Samiti

TENDER NOTICE

NIeT No. 01/BDO/ 2025-26/MDW Dated 07/04/2025 Memo No. 1581 Dated 07/04/2025 of Block Development Officer, Taldangra, Bankura, All the information regarding said NIeT will be available from www.wbtenders.gov.in, www.bankura.gov.in.

Sd/-
Block Development Officer,
Taldangra, Bankura

AUTHUM অথম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭০৭, রাহেজা সেন্টার, ফ্রি প্রেস জার্নাল রোড, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-২১
ফোন : (০২২) ৬৭৪৭ ২১১৭ ফ্যাক্স : (০২২) ৬৭৪৭ ২১১৮ ই মেল : info@authum.com
শাখা অফিস : ৩/২, ৪র্থ তল, কামাধেনু বিল্ডিং, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অনুযায়ী

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অথম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড ("এআইআইএল")-এর অনুমোদিত আধিকারিক, (রিলায়েন্স কমার্সিয়াল ফিন্যান্সস লিমিটেড ("আরসিএফএল") -র থেকে "এআইআইএল"-এর সঙ্গে অ্যাসাইনমেন্ট অফ এগ্রিমেন্ট অফ লেন্ডিং বিজনেসের ফলস্বরূপ, এনসিএলটি অর্ডার তাং ১০.০৫.২০২৪ তারিখের এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী যে কোম্পানি তৈরী হয়েছে),সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহিত পঠিত ১৩(২) ধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে উল্লিখিত **লোন নং আরএলএএলকেওএল ০০০৩৪৫৪৯২-এর অধীনে অর্থাঙ্ক টা. ২৮,১২,৮৭৪/-(টাঃ আঠাশ লক্ষ বারো হাজার আটশত চুয়াত্তর মাত্র) ০৫-১১-২০২৪ অনুযায়ী** বকেয়া সহ অতিরিক্ত সুদ এবং ব্যয় পরিশোধ করতে **১) আবদুল হাকিম মোল্লা ২) আবদুল কায়ুম মোল্লা, ঠিকানা-উত্তর ঘটকপুকুর পাড়া, ঘটকপুকুর, ভাঙড়, গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা-৭৪৩৫০২ এতেও আছে মৌজা-ঘটকপুকুর, জে এল নং ৯৯, আর এস দাগ নং ১, কো-অপারেটিভ, নতুন দাগ নং -২৮, থানা- ভাঙড়, জাগুলগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ২৪ পরগণা-৭৪৩৫০২**-কে আহবান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যথাক্রমে **১৪ নভেম্বর, ২০২৪** তারিখে একটি ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাঙ্ক পরিশোধের সংস্থান করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্হহীতা এবং নির্দিষ্টভাবে জনসাধারণ-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **৪ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২-এর রুল ৮-এর সহিত পঠিত অ্যাক্টের ১৩ (৪) ধারার অধীনে তার (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণ-কে এতদ্বারা সম্পত্তির সঙ্গে লেনদেন না করতে বলা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো রকম লেনদেন করলে তা **অর্থাঙ্ক টা. ২৭,৪১,১২৮/-(টাঃ সাতাশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত আঠাশ মাত্র) ০২ এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া** তদোপরি সুদ অথম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার মনোযোগ উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩ উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর দিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা প্রাপ্ত সময়ের প্রেক্ষিতে সুরক্ষিত সম্পদসমূহ উদ্ধার করে নিতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (নির্ধারিত সম্পত্তি)

জাগুলগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্